সাবেক প্রক্টর ডিনসহ চবির ৮ শিক্ষককে দুদকে তলব

চবি প্রতিনিধি
৩০ জুলাই ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ৩০ জুলাই ২০১৯ ০০:২৯

নিয়মবহির্ভূতভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ১৪২ কর্মচারী নিয়োগের অভিযোগ তদন্তে নেমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) সাবেক প্রক্টর ও বিভিন্ন অনুষদের ডিনসহ আট শিক্ষককে তলব করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এ ছাড়া নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জড়িত চবির তিনজন কর্মকর্তাকেও ডাকা হয়েছে। যারা নিয়োগ পেয়েছেন তাদের মধ্য থেকেও ডাকা হয়েছে ৩৫ জনকে।

গত ২৩ জুলাই দুদকের চট্টগ্রাম জেলা সমন্বয় ১-এর তদন্তকারী কর্মকর্তা ফখরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত একটি চিঠি চবি রেজিস্ট্রার বরাবর পাঠানো হয়Ñ যেখানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রশাসনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অনিয়ম ও বিধিবহির্ভূত নিয়োগের অভিযোগ আনা হয়েছে।

দুদকের কর্মকর্তা ফখরুল ইসলাম আমাদের সময়কে বলেন, চবিতে ১৪২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ আছে, এই নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হয়নি। দুদকের পক্ষ থেকে নিয়োগের বিষয়ে জবাব চাওয়া হয়েছে। তাদের জবাব পাওয়ার পর অনুসন্ধান প্রক্রিয়া শুরু হবে।

চিঠিতে সাবেক প্রক্টর অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী আজগর চৌধুরী, সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. ফরিদ উদ্দিন আহামেদ, শাহ আমানত হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ গোলাম কবীর, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. শফিউল আলম, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ডিন ড. এ এফ এম আওরঙ্গজেব, পরিবহন দপ্তরের প্রশাসক অধ্যাপক ড. রাশেদ উন নবী, ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের সভাপতি ড. সুমন গাঙ্গুলী ও সামুদ্রিক বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের পরিচালক জাহিদুর রহমান চৌধুরীকে দুদক (চট্টগ্রাম) কার্যালয়ে আগামী ২২ আগস্ট উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চবি রেজিস্ট্রারসহ ভারপ্রাপ্ত হিসাব নিয়ামক মো. ফরিদুল আলম ও ডেপুটি রেজিস্ট্রার (কম্পিউটার) মো. জাহাঙ্গীর আলমকেও একই দিনে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ রয়েছে চিঠিতে। ওইদিন সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত তাদের প্রত্যেকের বক্তব্য নেওয়া হবে।

অন্যদিকে নিয়োগ পাওয়া ১৪২ জন কর্মচারীর মধ্যে ৩৫ জনকেও ডেকেছে দুদক। তাদের মধ্য থেকে ১২ জনকে ১৯ আগস্ট, অপর ১২ জন ২০ আগস্ট ও অবশিষ্ট ১১ জনকে ২১ আগস্ট নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গত ২০ মে বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার বরাবর নিয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ও নথিপত্র চেয়ে চিঠি দেয় দুদক। পরে সেই চিঠির আলোকে গত ১১ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুদকে তথ্য সরবরাহ করা হয়।

advertisement

চিঠি পাওয়ার সত্যতা নিশ্চিত করে চবি রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) কে এম নূর আহমদ বলেন, সদ্য সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরীর দায়িত্ব পালনের শেষ সময়ে এসে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ১৪২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। সেই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যারা যুক্ত তাদের বক্তব্য জানতেই দুদকে ডাকা হয়েছে।